যায়যায়দিন

28 MAR 2008

নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করেই চলছে মেডিকাল টেকনলজি শিক্ষা কার্যক্রম

প্রসূন আশীষ

কোনো নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করেই দেশে মেডিকাল টেকনলজি সংক্রান্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি চিফ অ্যাডভাইজরের নির্দেশিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অমান্য করে ভর্তির প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশ সত্ত্বেও এসব প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া নানা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কারিগরি শিক্ষার নামে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

মেডিকাল টেকনলজি কোর্স পরিচালনা নিয়ে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। সমস্যা নিরসনে স্বাস্থ্য অধিদফতর, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আইন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় মিটিংয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড পরিচালিত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। আর স্বাস্থ্য অধিদফতর কারিগরি বোর্ডের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থী ভর্তি না করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু কারিগরি বোর্ড স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট এসব কোর্স পরিচালনার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যায়।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারি হওয়া এক প্রজ্ঞাপন নিয়ে নতুন করে সৃষ্টি হয় বিভ্রান্তি। এতে বলা হয়, নতুন আইন না হওয়া পর্যন্ত দেশের ৭৭টি প্রতিষ্ঠান মেডিকাল টেকনলজি কোর্স পরিচালনা করতে পারবে। তারপরও এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেয়াদি কোর্সে ভর্তির জন্য পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, মেডিকাল টেকনলজি কোর্স পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ পুরোপুরি অনুসরণ না করেই এ ধরনের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া কারিগরি শিক্ষা বোর্ড স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোর্স পরিচালনা করায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদফতর, রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মেডিকাল টেকনলজিস্টদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি এসব সমস্যা সমাধানে চিফ অ্যাডভাইজরের নির্দেশে আইন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদফতর এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সমন্বয়ে পাচ সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হয়। দক্ষ মেডিকাল টেকনলজিস্টের চাহিদা নিরূপণ এবং তা পূরণে করণীয় নির্ধারণের জন্য গঠিত এ কমিটি সম্প্রতি একটি রিপোর্ট দাখিল করে। এতে বলা হয়, মেডিকাল টেকনলজি সংক্রান্ত যে কোনো চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে এবং তা রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ/ফার্মাসি কাউন্সিলের অধিভুক্ত হতে হবে। এছাড়া একটি অভিন্ন কারিকুলাম, মানসম্মত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে মেডিকাল টেকনলজি সংক্রান্ত শিক্ষা কার্যক্রমকে 'ওয়ান আমব্রেলা'র আওতাধীন করা হবে।

জানা গেছে, কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মেডিকাল টেকনলজি শিক্ষার মান কমছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত কোর্সের জন্য শিক্ষার্থীর ভর্তির সর্বনিম্ন যোগ্যতা হচ্ছে এসএসসিতে বিজ্ঞানসহ গ্রেড ২ দশমিক ৫। আর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত কোর্সে যে কোনো সালের, যে কোনো গ্রুপের, যে কোনো বয়সের শিক্ষার্থী অংশ নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশ অমান্য

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান ভালো নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কারিগরি বোর্ড পরিচালিত ৭৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৭টিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও এসব প্রতিষ্ঠান থেকে এখনো কোনো ডিপ্লোমাধারী টেকনলজিস্ট বের হয়নি। বোর্ডের অধীনে কোনো হসপিটাল না থাকায় ভর্তির নীতিমালায় শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে ট্রেইনিংয়েরও ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অভিন্ন ভর্তি নীতিমালা, কারিকুলাম সমন্বিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সরকারি হসপিটালগুলোয় হাতে-কলমে ট্রেইনিং ব্যবস্থাও রয়েছে।

প্রসঙ্গত, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের অধিভুক্ত হিসেবে ১৯৬৩ সাল থেকে মেডিকাল টেকনলজি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি পর্যায়ে পাচটি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৩৯টি ইন্সটিটিউট অফ টেকনলজি তিন বছর মেয়াদি কোর্স পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো অনুমোদন ছাড়াই হঠাৎ করে ২০০৩ সাল থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড 'স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও সেবা কার্যক্রম' নামে ৭৭টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছয় মাস, এক, দুই ও তিন বছরের কোর্স চালু করে।

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা হেলথ টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় সংসদের মহাসচিব মোহাম্মদ সেলিম মোল্লা এ সম্পর্কে যায়যায়দিনকে বলেন, টেকনলজিস্টদের এখন একটাই দাবি তা হচ্ছে, চিফ অ্যাডভাইজরের নির্দেশিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সুপারিশের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ মেডিকাল ইন্সটিটিউটের (বামি) চেয়ারম্যান ডা. এম এ বাসেদ বলেন, মেডিকাল টেকনলজি কোর্স শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা, শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন পরিচালক ও আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্য সচিব প্রফেসর ডা. খন্দকার শিফায়েত উল্লাহ বলেন, প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার মেডিকাল টেকনলজি শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ জন্য একটি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠনের মাধ্যমে আইন আপডেট করার জন্য কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট ও আইনের ফাক-ফোকর বন্ধ করার কাজ চলছে।